১৪/১০/২০০৩

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়াধীন ডিগ্রি কলেজে অধ্যক্ষ/শিক্ষক নিয়োগ প্রহসন প্রসঙ্গ

জাতীয় স্বার্থে এবং সময়ের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ও অনেক সমস্যারই সমাধান হবে প্রত্যাশা করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনতামুক্ত করে স্বায়ত্তশাসিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল; কিন্তু এ প্রত্যাশা পূরণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কতটুকু কর্মতৎপর এবং সফল হয়েছে তা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত জাতীয় ব্যক্তিত্ব, বিশেষজ্ঞ ও সুধীজনের বিভিন্ন লেখা-আলোচনা থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। যারা এসব লেখা পড়েন, জানেন এবং বাস্তবের সঙ্গে মিলাতে পারেন অর্থাৎ যারা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট তারা সবাই নিশ্চয়ই এর (জা.বি) ব্যর্থতা সম্পর্কে একমত হবেন। অথচ এ ব্যর্থতা কারোরই কাম্য নয়; কিন্তু এ ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব কার? জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন তারাই কি দায়ী নন?

প্রসঙ্গত, গতবছরের ১৬ই অক্টোবর দৈনিক প্রথম আলোর 'অভিমত' কলামে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মু. সায়দুল ইসলাম 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মতৎপরতা ঃ একটি সমীক্ষা' শিরোনামে যে লেখাটি উপহার দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়, সত্য ও অতি বাস্তব। আমি তাকে সত্য ও বাস্তব তুলে ধরার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি; কিন্তু এরকম লেখা কি শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়? সম্ভবত হয় না। হলে প্রায়শই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে এরকম অনেক লেখা পত্রপত্রিকায় আসে যার প্রতিকার বাস্তবে পরিলক্ষিত হতো। অথচ এরূপ লেখা সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টিগোচর না হওয়ার ফলে জাতি যথার্থ প্রতিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে যা আদৌ কাম্য নয় এবং যা সত্যিই দুঃখজনক।

আমরা সবাই জানি, শিক্ষকই শিক্ষার প্রাণ ও প্রধান অঙ্গ। এছাড়া ইংরেজ লেখক বার্ট্রান্ড রাসেলও শিক্ষক সম্পর্কে বলে গিয়েছেন যে, 'শিক্ষকরাই সভ্যতার অভিভাবক।' তাই ড. ইসলামের ওই লেখায় উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে আমি এখানে কেবল শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গটি তুলে ধরলাম: তিনি লিখেছেন, 'বিভিন্ন বেসরকারি ডিগ্রি কলেজে শিক্ষক নিয়োগের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রথা (অর্থাৎ নির্ধারিত বিধি) চালু আছে। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই (সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া) ... নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে ডোনেশনের অঙ্গীকার করা থাকে ফলে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ পান না। অর্থ ও রাজনৈতিক চাপ এ দুটির জোর যার বেশি থাকে তিনি নিয়োগ পান। শিক্ষক নিয়োগের নামে এ প্রহসন বন্ধ হওয়া উচিত।'

ড. ইসলামের ওই লেখার পরিপ্রেক্ষিতে আরও একটি সংশ্লিষ্ট বিষয় এখানে উল্লেখ্য। তাহল দেশের অনেক ডিগ্রি কলেজেই অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে (এমনকি এলপিআর/ in service-এ থাকাকালীন) অধ্যক্ষ/শিক্ষক হিসেবে নিয়োগদান। এসমস্ত অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও বাস্তবে অর্থ, রাজনৈতিক আনুকূল্য, চাপ বা প্রভাব দ্বারাই নিয়োগকৃত। তাদের অনেকেরই আবার নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতারও (অর্থাৎ একাধিক তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত) অভাব রয়েছে। অথচ নিয়োগবিধি মোতাবেক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পেতে পারেন। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, এরূপ ব্যক্তিরা কোন্ বিধি বলে নিয়োগ পান এবং কিভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েরও পূর্বানুমতি লাভ করেন? যদি পূর্বানুমতি ছাড়াই তারা নিয়োগ পেয়ে থাকেন তাহলে তাদের নিয়োগ সম্পর্কে বৈধতার প্রশ্নে কার্যকর ব্যবস্থা কেন গৃহীত হয় না এবং কিভাবে তারা স্বপদে কাজ করে যাচ্ছেন? যথার্থ অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করলে দেশে এমন অনেক ডিগ্রি কলেজেরই সন্ধান মিলবে যেখানে অর্থ, রাজনৈতিক আনুকূল্য, চাপ বা প্রভাব দ্বারা নিয়োগকৃত অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি অধ্যক্ষ/শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। জানা মতে, কেবল নেত্রকোনা জেলাতেই এমন ৩/৪টি ডিগ্রি কলেজের সন্ধান মিলবে এবং এ হিসাবে দেশের ৬৪টি জেলায় ওই প্রকৃতির নিয়োগ প্রদত্ত ডিগ্রি কলেজের সংখ্যা অবশ্যই ন্যূনতম শতাধিক হবে। অথচ দেশে যেখানে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব নেই, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেখানে সরকারের অঙ্গীকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিও যেক্ষেত্রে উপেক্ষিত সেখানে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে অধ্যক্ষ/শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা নিশ্চয়ই যেকোন যুক্তিতেই সমর্থনযোগ্য নয় এবং এটাকেও একপ্রকার নিয়োগ প্রহসন বলা যায়। এর থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত নিয়োগবিধি কতটুকু অবহেলিত ও অকার্যকর। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, দেশের ডিগ্রি কলেজগুলোতে গভর্নিং বডিগুলো সঠিকভাবে নিয়োগবিধি বাস্তবায়িত করছে কিনা তা প্রত্যক্ষ করার বা জবাবদিহিতা আদায়ের কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেই বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

সর্বোপরি, অবসরপ্রাপ্ত এসব অধ্যক্ষ কলেজ চালান মূলত তার বেতন ও চাকরি রক্ষার স্বার্থে। এজন্য তারা সকল প্রকার প্রশাসনিক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শৈথিল্য এবং অন্যান্য আনুকূল্য প্রদর্শন করা ছাড়াও শিক্ষকদের মধ্যে প্রয়োজনে দলাদলি সৃষ্টি করে এবং তা বিদ্যমান রেখে প্রশাসন ও কলেজ চালান। আর নিয়োগকৃত এরূপ শিক্ষক শিক্ষাদানের পরিবর্তে সদা অধ্যক্ষের আনুকূল্য লাভেই ব্যস্ত থাকেন বেশি। এতে স্বাভাবিকভাবেই কলেজের সুষ্ঠু প্রশাসন ও শিক্ষার পরিবেশ দুই-ই বিঘ্নিত হয়, কলেজের উন্নয়ন ও অগ্রগতি হয় বাধাগ্রস্ত। এছাড়াও কলেজের অভ্যন্তরীণ ফান্ড থেকে মাসে মাসে ব্যয়িত হয় মোটা অংকের টাকা। অথচ এটা কারো না বোঝবার ব্যাপার নয়। তাই সার্বিক বিবেচনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত জাতীয় স্বার্থেই নিয়োগপ্রথা/ বিধি যাতে ডিগ্রি কলেজগুলোতে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় তা পর্যবেক্ষণে কড়াকড়ি পদক্ষেপ গ্রহণ, যাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মতৎপরতা প্রশ্নের, আলোচনা-সমালোচনার সম্মুখীন না হয়, যা মূলত জাতির প্রত্যাশা ও কাম্য।

জাতির ওই প্রত্যাশাকে সামনে তুলে ধরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন উপাচার্য অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্যকে জানাই অভিনন্দন। কেননা তিনি এসেই ২০০০ সালের ডিগ্রি পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারিত তিন মাসের মধ্যেই প্রকাশ করে দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, দেশপ্রেম, উদ্যোগ ও আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে শত প্রতিকূলতা-প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্যে উপনীত হতে বাধা হয় না। সুতরাং বলা চলে যে, উদ্যোগ ও আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে কেবল অধ্যক্ষ/শিক্ষক নিয়োগ প্রহসন সমস্যা কেন, কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি পর্যায়েই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তার স্বকীয়তা, সফলতা ও প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশাকে সমুন্নত রাখতে সক্ষম হতে পারে। অতএব শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে ও অধ্যক্ষ/শিক্ষক নিয়োগে ডোনেশন, রাজনৈতিক চাপ, প্রভাব বা আনুকূল্যরূপ দুর্নীতি বন্ধের লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আন্তরিক হোন এবং যথার্থ উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করুন— জাতির এ প্রত্যাশা পূরণ কামনা করছি।

মো. আহসান উল্লাহ
কলেজ শিক্ষক
গ্রাম- লক্ষীগঞ্জ, থানা-নেত্রকোনা সদর
জেলা-নেত্রকোনা